তারিখ ... 14 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ...

সমকাল

শিক্ষার্থীদের বিকাশে যৌথ উদ্যোগ

■ দীপন নন্দী

শিক্ষার্থীদের মনন বিকাশে জঙ্গিবাদ ও মৌলবাদ থেকে দূরে রাখতে শৈশব থেকেই তাদের সম্পৃক্ত করা হবে সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে। এ লক্ষ্যে শিক্ষাবিদ ও শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্টজনের পরামর্শ সাপেক্ষে দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা করতে চলেছে সরকার। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে এ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ হবে বলে জানিয়েছেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। দেশের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থী ও তরুণরা যাতে বিপথগামী না হয়, জঙ্গিবাদের সঙ্গে যুক্ত না হয়, বরং সমাজ-সংস্কৃতি সচেতন হয়ে ওঠে, সে জন্যই এ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূরের পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকে এক পত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক চর্চার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। তবে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেছেন, 'সংস্কৃতিমন্ত্রীর প্রস্তাব আমি পেয়েছি। আলোচনা করে কর্মপরিধি ঠিক করব।'

এ প্রসঙ্গে সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংস্কৃতিচর্চা বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এ জন্য এর আগেও আমি শিক্ষামন্ত্রীকে ডিও পাঠিয়েছিলাম। এখন আবারও আলোচনা করব। ইতিমধ্যে এ-সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে তা নির্ধারণ করা হবে।'

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের এ পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, 'এমনিতেই আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে

শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়

সংস্কৃতিচর্চা বাড়িয়েছি। এখন গান ও নাচের পাশাপাশি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে শিক্ষার্থীদের সুকুমারবৃত্তি বাড়ানোর কাজ শুরু হয়েছে।'

এদিকে শিশু-কিশোর ও তরুণদের সুকুমারবৃত্তি বাড়ানোর জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে 'দেশব্যাপী শিশু-কিশোর ও যুব সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও উৎসব' শিরোনামে একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, যা বাস্তবায়ন করবে শিল্পকলা একাডেমি। পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের প্রাথমিক ব্যয় ১০৩ কোটি ৬৩ লাখ ৭৮ হাজার টাকা। এরই মধ্যে প্রকল্পটির ডিপিপি তৈরির কাজ শেষ হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃতিচর্চা বৃদ্ধির বিষয়ে গত ২১ এপ্রিল শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকে পত্র দেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। এতে সংস্কৃতিমন্ত্রী লেখেন, 'শিক্ষার পাশাপাশি সংস্কৃতিচর্চা শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়, প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার অপরিহার্য উপাদানও বটে। অথচ বিদ্যালয়গুলোতে সংস্কৃতিচর্চার জন্য কোনো শিক্ষক নেই।' শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে আর্থিক সীমাবদ্ধতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ওই চিঠিতে সংস্কৃতিমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রীকে একটি প্রস্তাব দেন। এতে অভিমত দেওয়া হয়, 'বর্তমানে প্রায় সব প্রতিষ্ঠানেই গ্রন্থাগারিক বা সহকারী গ্রন্থাগারিক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই পদে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা নিয়মিত কাজের পাশাপাশি সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রেও অবদান রাখতে পারবেন।' তিনি মন্তব্য করেন, এ ক্ষেত্রে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রতিটি জেলায় শিল্পকলা একাডেমিতে কর্মরত প্রশিক্ষকরাও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিক বা সহকারী গ্রন্থাগারিকের সহযোগিতায় সংস্কৃতিচর্চার যথোপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে পারবেন। চিঠিতে শিক্ষামন্ত্রীর সম্মতি সাপেক্ষে সংস্কৃতিমন্ত্রী একটি সভা আহ্বান করে বিস্তারিত আলোচনার প্রস্তাব দেন। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে এখনও কোনো যোগাযোগ করা হয়নি।

সংস্কৃতিচর্চা বাড়ানোর পরিকল্পনার বিষয়ে সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর সমকালকে জানান, প্রতিদিন সকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের পাশাপাশি একটি দেশাত্মবোধক সঙ্গীতও যুক্ত হতে পারে। এ ছাড়া প্রতি মাসে একটি দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ, নিয়মিত সঙ্গীত ও আবৃত্তি চর্চা, বাগান করায় উদ্বুদ্ধ করাসহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম চালানো হবে।